W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

SMC
File No. 48 /WBHRC/C~~OM/201~~6-17

Date : 30-01-2017

Enclosed is the news clipping of 'Ajkal' a Bengali daily dated 30th January 2017, the news item is captioned *'তরুণী খুনে গ্রেপ্তার প্রেমিকের মা'।*

S.P. North 24 Parganas Is directed to furnish a report to the Commission within four weeks, i.e. 02.03.2017 enclosing thereto :-

a) address and particulars of the parents of the deceased.

b) copy of the FIR, if any.

c) P.M. report.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

Dwivedy
(M. S. Dwivedy)
Member

তরুণী খুনে গ্রেপ্তার প্রেমিকের মা

হতবাক বসিরহাট!

স্বদেশ ভট্টাচার্য

বসিরহাট, ২৯ জানুয়ারি— এমএ পড়ুয়া তরুণীকে খুনের ঘটনায় প্রেমিকের মাকে গ্রেপ্তার করল পুলিস। নাম সন্ধ্যা সর্দার। বসিরহাটের ছোট জিরাকপুর গ্রামের শ্রীমন্ত স্কুল পাড়ার ঘটনা। ১৭ জানুয়ারি প্রেমিকের বাড়ি থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এমএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী মিলি বেরাকে উদ্ধার করেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। পরদিন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মিলির (২৪) মৃত্যু হয়।

তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বসিরহাটের ছোট জিরাকপুর গ্রামে। পুলিস জানায়, মৃতার পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী যুবক বিশ্বজিৎ সর্দার ওরফে ঝন্টু তরুণীর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করায় মিলির মৃত্যু হয়েছে।

মিলি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমএ-র তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। মিলির বাবা হরিপদ বেরা রাজমিস্ত্রির কাজ করেন।

হরিপদ বাবুর অভিযোগ, ১৭ জানুয়ারি বিকেলে ৪টে নাগাদ মিলি বিশ্বজিৎ সর্দারের বাড়িতে গিয়েছিল। ওইদিন রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ ঝন্টুর মা সন্ধ্যা মিলির বান্ধবী ডোনা শিকদারকে ডেকে খবর দেন মিলি সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

খবর পেয়ে ডোনা মিলির মাকে নিয়ে পাশেই বিশ্বজিতের বাড়ি গিয়ে দেখেন মিলিকে খাটের ওপর শোওয়ানো রয়েছে। কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জ্ঞান নেই। পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। বুধবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালে মিলির মৃত্যু হয়। বিশ্বজিতের সঙ্গে মিলির দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। বিশ্বজিৎ কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

এদিকে, লেখাপড়া জানেন বলে তাঁর কাছে সব টাকাপয়সা গচ্ছিত রাখত মিলির বাবা-মা। সেকথা তাঁর প্রেমিক বিশ্বজিৎ সব জানত। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিলির কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিত বিশ্বজিৎ। এমনকী সামান্য যেটুকু সোনার গয়না ছিল তা-ও বন্ধক রেখে মিলি তাঁর প্রেমিকের হাতে টাকা দেন। মিলি টাকা ফেরত চাইলে হুমকি দিত বিশ্বজিৎ।

দাদার টাকার প্রয়োজন বলে মিলি বিশ্বজিতের কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলেন। টাকা নিয়ে মিলির সঙ্গে কথা-কাটাকাটিও হয় বিশ্বজিতের। বিশ্বজিৎ তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ। তার মারে জ্ঞান হারায় মিলি। তাঁকে খাটে শুইয়ে রাখে।

নিহত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, বিকেল সাড়ে ৪টের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত তাঁকে খাটে শুইয়ে রেখে দিয়েছিল। ছেলের কুকর্ম ঢাকতে বিশ্বজিতের মা সন্ধ্যা সর্দার 'মিলি সাইকেল থেকে পড়ে গেছে' বলে গল্প ফাঁদে। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পারে, গোটা ঘটনাই সন্ধ্যা সর্দার জানত। ছেলের অপরাধ ঢাকতে প্রথম থেকে পুলিসকে বিভ্রান্ত করছিল। পুলিস আজ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

যদিও মহিলার বক্তব্য, ছেলের সঙ্গে তাঁর বনিবনা নেই। সে নেশাভাঙ করে তাঁর ওপরও অত্যাচার করে। তাঁর স্বামী প্রতিবন্ধী। ঘটনার দিনও মিলি ও তাঁর ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। যখন মিলিকে সে মারছিল, তখন তিনি বাড়ি ছিলেন না। বসিরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক সন্ধ্যা সর্দারকে ৭ দিন পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মূল অভিযুক্ত বিশ্বজিত পলাতক।